একের ভিতর বহু ১

নন্দিনী হোসেন

১৮ মে ২০০৫

(আমার এই সিরিজের লিখায় চরিত্র হচ্ছে তিন জন । ধরা যাক তাদের তিন জনের নাম অয়ন,আরশী,মেঘনা। তিন জনেই পরস্পরের বন্ধু । যদি ও সম্পর্ক তাদের মধ্যে বেশ অদ্ভুত ধরনের। যে কোন ব্যাপারে তাদের তিন জনের তিন ধরনের মতামত। এর চেয়ে বেশী কিছু আমি আর উল্লেখ করার আদৌ দরকার মনে করছি না। শুধু মাঝে মাঝে এদের তিন জনের নানা ধরনের বিষয় নিয়ে পারা প্যাঁচাল গুলো খানিকটা উল্লেখ করলেই পাঠকেরা সব জেনে যাবেন ক্রমশ)

অয়ন ঃ- কেমন আছ? আজকাল তো তোমার পাত্তাই পাওয়া যায় না। ফোন করলেও তোমার কথা বলার সময় হয় না।
আরশীঃ-ভালো তো আছি ভাই। কিন্তু আর কদিন পর কেমন থাকবো বলতে পারি না।
অয়ন ঃ-মানে? কদিন পর কি হবে?
আরশী ঃ-দেশে যাচ্ছি রে ভাই। টিকেট করে রেখেছিলাম না সেই কবে? কাজ থেকে ছুটি নেওয়া সারা। এখন কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না।
অয়ন ঃ-ওহ এই কথা ! আমি ভাবলাম কি না কি ! তা সমস্যা টা কি?
আরশী ঃ-সমস্যা কি মানে? দেশে সব প্রগতিশীল মানুষ মেরে সাফ করে দিলো তোমার পেয়ারের জোট সরকার। সারা দুনিয়ায় ছিঁ ছিঁ পরে গেছে আর তুমি দেখি বলো সমস্যাটা কি? তোমরা বাপু পারো ও !
অয়ন ঃ- হুম ! আমরা পারি ! আর তোমরা তো সব ধোঁয়া তুলসী পাতা ! দেশে যেনো একটা অস্থিরতা বিরাজ করে,কোন ভাবেই যেনো এই সরকার ভালো কিছু করতে না পারে তোমরা তো তাই চাচ্ছ সেই প্রথম থেকে। সত্যি বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, তোমরা দেশে খারাপ কিছু ঘটলে খুশীতে বাক বাকুম হও কি না? তখন দুঃখিত হওয়ার বদলে তো দেখি তোমাদের চোঁখে মুখে হর্ষ উল্লাস একেবারে ফেঁটে পরে ! আবার বড় বড় কথা !

এই আমরা তোমরার ঠ্যালায় পরে মেঘনার মনে হলো আরেকটু দূরে সরে বসলেই ভালো করত। বলা তো যায় না কখন কি ঘটে যায়। সাবধানের মার নেই। এদের একেক জনের আবার মেজাজ স্বভাব বিশেষ সুবিধার নয় ।

আরশী ঃ- শুনো ! সারা দুনিয়ার মানুষ জানে এখন কারা এই দেশ শাসন করছে। কারা গোপনে অস্ত্র এনে দেশ ভরে ফেলছে। দু'দিন পর পরই বিদেশী prestigious সব পত্র পত্রিকায় লিখা হচ্ছে.......
অয়ন ঃ- থাম থাম,এসব তো সবই পয়সা দিয়ে করানো হচ্ছে ! লিখানো হচ্ছে।
আরশী ঃ-ওহ পয়সা দিয়ে লিখানো হচ্ছে ? তা কে পয়সাটা দিচ্ছে ? তা তোমরাই কেন পয়সা দিয়ে তোমাদের পক্ষে লিখাও না ? আর দেশের এত এত পত্রিকা যে এত কিছু লিখছে একেবারে ছবি টবি তথ্য প্রমান সহ, তার বেলায়? তাও কি মিথ্যা ?
অয়ন ঃ-অবশ্যই মিথ্যা ! বানোয়াট কাহিনী। দু'একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা থাকলে থাকতে পারে। এরকম ঘটনা আঁকছারই ঘটছে বিদেশে !

এবার অয়ন আর আরশী দু'জনেই খেয়াল করে মেঘনা বেশ দূরে সরে গিয়ে কেমন নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ডায়েট

কোকে চুমুক দিচ্ছে। তাদের জ্বলজ্যান্ত উপস্থিতি যেন সে গ্রাহ্যই করছে না। মেঘনার এই তাচ্ছিল্য ভাবটা তাদের দুজনেরই একদম সহ্য হয় না। দুজনেই এক সাথে বলে উঠে,কি ব্যাপার আমাদের গলা শুকিয়ে কাঠ,তুমি দেখি দিব্যি পা নেড়ে নেড়ে কোক খাচ্ছ !

মেঘনা :-খাচ্ছি না। পান করছি। তা তোমাদের কোক পান করতে মানা করেছে কে? যত্তসব !

অয়নঃ- আরে ,কতদিন পর একসাথে বসলাম। তুমি এত দূরে পরের মত বসে আছ কেন ?

মেঘনা :-তোমাদের ফাজলামোর জ্বালায়। জানই তো ,বূড়ো খোকাদের ফাজলামোতে আমার আবার একটু এলার্জি আছে ! তাই পরের মত বসেছি। তবে তোমাদের একটা বুদ্ধি দেই শুন, এক কাজ কর,দেশ টাকে তোমরা দু'জনে ভাগ করে নাও ! মানে তোমরা দুই দলে আর কি ! তাহলেই তো সব ল্যাটা ছুকে যায় ! মজাসে চিরদিনের জন্য দেশ টাকে শ্বশান বানিয়ে মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসতে পারবে।

আরশীঃ- তোমার যেমন কথা ! বাড়াবাড়িটা তো ওরাই করছে। দেশ কে মগের মুল্লুক বানিয়ে ফেলছে। নিজামী আর সাইদীরা খালেদা কে নাচাচ্ছে। বোঝবে খালেদা গং যখন এই সব রাজাকাররা খালেদার নীচ থেকে আসনটি এক হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নেবে। তখন পপাৎ ধরনী তল ......

মেঘনাঃ- হুম ! তা বলতে পার। ধর্মের নামে কি চালাকী যে জামাতীরা করছে । তারা একটা লক্ষ্য স্থির করে নীরবে কাজ করে চলেছে। বাংলার মসনদ দখলের লক্ষ্য । এসব তো আর এখন গোপন কিছু ও নয়। একটা বাঁচ্চা ও যা বোঝতে পারছে,তা খালেদাদের না বোঝার তো কোন কারণ নেই। আর জামাতের সাথে জোট বেধেঁ ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে চাইলে,তার ফল কি হতে পারে তা তো চট্রগ্রামের মেয়র নির্বাচনেই দেখা গেছে। জামাত যাদের বন্ধু তাদের আর কোন শত্রুর প্রয়োজন নেই। তবে কথা হচ্ছে , নিজে যেচে শত্রুবেষ্টিত হতে চাইলে আমাদের তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দেশকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া তো মেনে নেওয়ার মত বিষয় নয়। এখন ও সময় আছে। একদম ফুরিয়ে যায় নি। জামাত কে তোমরা ঝেঁটিয়ে বিদায় কর তোমাদের অন্দরমহল থেকে। নাহলে দেখবে সারাদেশই চট্টগ্রাম হবে সামনের নির্বাচনে। অয়ন কে উদ্দেশ্য করে কথা গুলো বলতে গিয়ে কথার মাঝখানে মেঘনার চোঁখ পরে অয়নের উপর। অয়ন চুপ করে আছে নীচের দিকে তাকিয়ে। হটাৎ করে যেন বিষন্ন হয়ে গেছে। মেঘনা পরিবেশ হাল্কা করার জন্য বলল,তোমাদের একটা মজার গল্প বলব বলেছিলাম না? গল্পটা আজ বলি। তবে ঘটনা সত্যি। বানানো কোন গল্প নয়। আমি বললেই তোমরা বোঝতে পারবে। আমাদের আশে পাশে এরকম গল্প আমরা হর হামেশাই দেখে থাকি।

আমি এক পরিবার কে জানি যাদের দুই মেয়ের জামাই দুই বড় দলের সমর্থক। সমর্থক বলতে যেই সেই সমর্থক নয়। এক্কেবারে চোঁখে, মনে, মগজে ঠুঁলি পরা সমর্থক। দু'জনেই নিজের নিজের দলের বা নেতা নেত্রীর কোন ভুল ত্রুটি দেখেন না। যত দোষ সব নন্দ ঘোষের। অর্থাৎ অন্য পক্ষের । দুনিয়া উলটে গেলে ও এর ব্যত্যয় হবে না। তো সমস্যা যেটা এই দুজন কে নিয়ে তা হচ্ছে, যেই মাত্র এরা কোন উপলক্ষে একত্রিত হোন ; তা সে শশুর বাড়ি হোক বা তাদের নিজেদের বাড়ি বা অন্য কোথা ও, প্রথমে এক কথা দু'কথা দিয়ে শুরু করে বাংগালীর আলোচনার অবধারিত বিষয়বস্ত রাজনীতিতে এসে ঠেকেন। আর তারপরই প্রথমে ঠোকাঠোকি পরে প্রায় ল্যাঠাল্যাঠি অবস্থার সৃষ্টি হয়। সে এক ধুন্ধুমার কান্ড ! আশ পাশের মানুষেরা দু'জনের বাক্যবাণে দিশেহারা বোধ করে । একপক্ষ অন্যপক্ষের নেতা নেত্রীকে সে কি আক্রমন ! বাংলা ভাষায় হেন অলংকার নেই, যা দিয়ে ভূষিত করা হয় না। স্বভাষায় টান পরলে বিদেশী ভাষা ধার করে ও বাক্য বাণ চালানো হয়। তাতে অবশ্য তেজ আর ও বেড়ে যায় দুজনের। বিদেশী বস্ত বলে কথা ! এ দিকে ভয়ে অন্যেরা আধমরা হয়ে থাকেন। সব চেয়ে বিপদ ঘটে সেটা শশুড় বাড়িতে ঘটলে ! কন্যা পক্ষ এমনিতেই চিরকাল ভয়ে কাতর। মহা পরাক্রমশালী দু দু'জন জামাতা !পান থেকে চুন খসলে না জানি কি হয়। কে কার পক্ষ নেবেন তা নিয়ে রীতিমত ঘামতে শুরু করেন। তাতে অবশ্য জামাতাদের

থোড়াই কেয়ার ! একজন হলে ও না হয় কন্যার গুষ্টিশুদ্ব মিলে সমর্থন করে যেতেন। কিন্তু দু'জনের পক্ষ কি করে নেওয়া যায় এই মন্ত্রটা বেশ জটিল বিধায় শশুর শাশুড়ি ইয়া নফসি ইয়া নফসি জপতে থাকেন সেজদায় পরে ! তাতেও যখন কিছু হবার নয়,তখন দুই বোনই যার যার সম্মান রক্ষার্থে মাঠে নামেন। আপ্রাণ চেষ্টায় দু'জনকে দু'দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে দোর দেন । এদিকে শশুড় শাশুড়ি তখন নিজের ঘরে বসে ভালয় ভালয় ফাঁড়াটা কেটে যাওয়ার জন্য শীরনী মানত করেন। পরে অবস্থা এমন দাড়ালো যে দুই বোন কেই নিজেদের শান্তি এবং মান সম্মান বজায় রাখার জন্য নানা ফন্দি ফিকির করে, দু'ভায়রা কে একে অপরের কাছ থেকে যথা সম্ভব দূরে রাখার ব্যবস্থা নিয়ে গলদ ঘর্ম হতে হয়। এক বোন এক জায়গায় গেলে অন্য বোন মাথা ব্যথা পেট ব্যথা ইত্যাকার যত প্রকার অজুহাত দাড় করে যাওয়া থেকে বিরত থাকা যায় তাই করেন, অথবা বাধ্য হন করতে।

অথচ এমনিতে দু'ভদ্রলোকই সমাজে শিক্ষিত ভদ্র সভ্য বলে পরিচিত । কিন্তু তাদের স্বাভাবিক এই চেহারার আড়ালে কি ধরনের অসহীষ্ণুতা, অভব্যতা, হিংস্রতা যে লুকিয়ে আছে তা ভাবলেই আমাদের সম্পুর্ণ সমাজটা চোঁখের সামনে গল্পে কথিত সেই রাজার মূর্ত্যি ধরে উদ্ভাসিত হয় । এ তো আমাদেরই প্রতিদিন কার চোঁখের সামনে ঘটে যাওয়া আমাদের প্রণম্য নেতা নেত্রীদের চুড়ান্ত অসৌজন্য, অসভ্য ,নিম্ন রুচির বহিঃপ্রকাশ । যা আমাদের সমাজের উচ্চ নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, মহাবিদ্বাধর,গন্ডমুর্খ সবাইকেই গ্রাস করে ফেলেছে আজ। টেনে নিয়ে যাচ্ছে এক অন্ধকার গহবরের দিকে।

ক্রমশ.........